অসিত সেন
পরিচালিত

বাদল পিকচার্সের

জীবন তৃষ্ণা

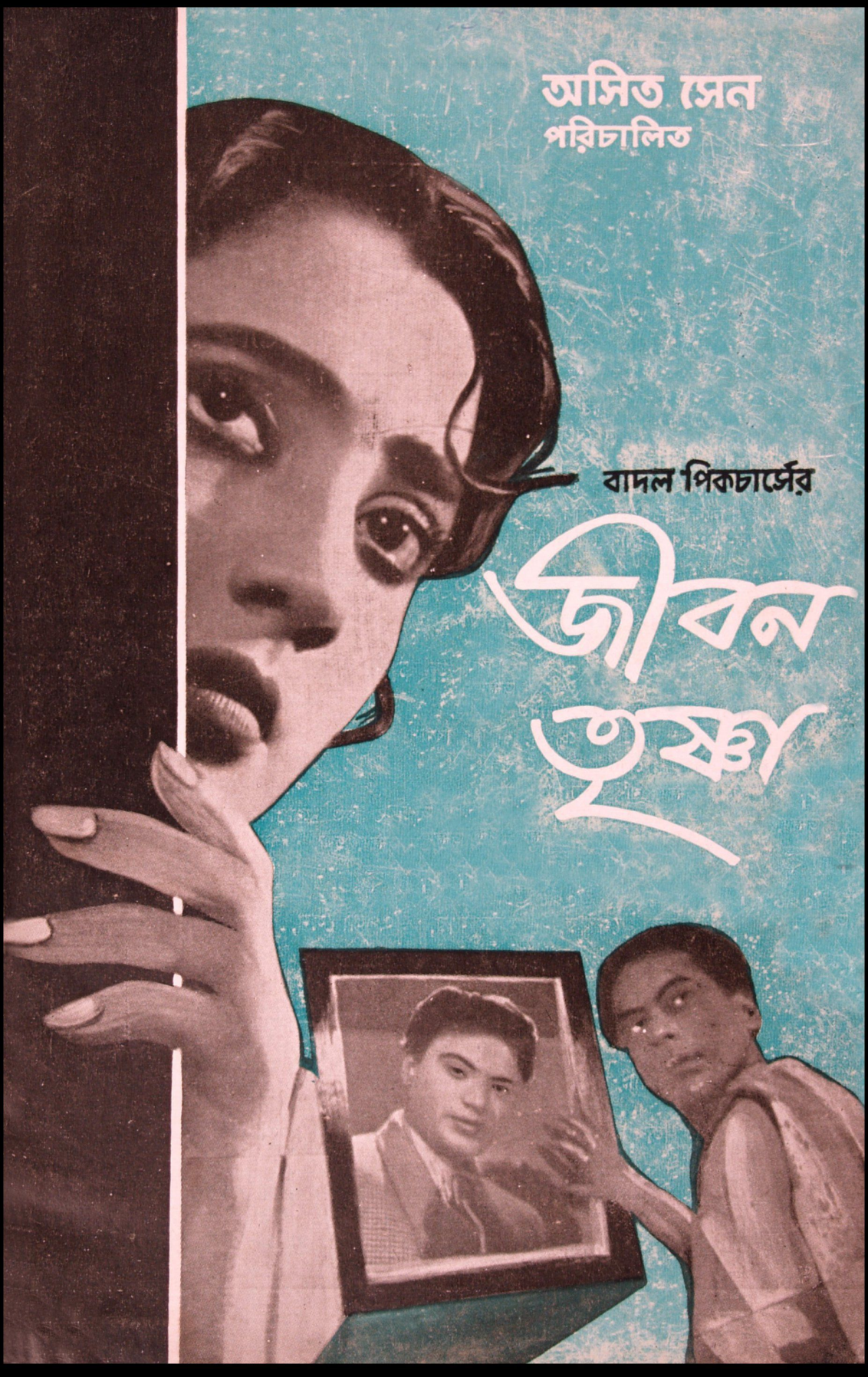

বাদল পিকচার্সের নিবেদন

জীবনতৃষ্ণা

প্রযোজনা : রাখালচন্দ্র সাহা

পরিচালনা ও চিত্রনাট্য : অসিত সেন

সঙ্গীত : ডাঃ ভূপেন হাজারিকা

কাহিনী : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

চিত্রগ্রহণ	: অনিল গুপ্ত	রূপসজ্জা	: রূপদক্ষ
সম্পাদনা	: তরুণ দত্ত	দৃশ্যপট	: মিঃ সিংহ
ব্যবস্থাপনা	: দেবেন বোস	প্রচার সচিব	: ধীরেন মল্লিক
শব্দগ্রহণ	: বাণী দত্ত	স্থির চিত্র	: ক্যাপস্
শিল্প-উপদেষ্টা	: প্রীতিময় সেন (এঃ)	পরিচয় অঙ্কন	: নারায়ণ দেবনাথ
শিল্প নির্দ্দেশনা	: বিজয় বোস	আলোক সম্পাত	: হরেন গাঙ্গুলী
শব্দ-পুনঃগ্রহণ	: রবীন চট্টোপাধ্যায় (বোম্বে)	সঙ্গীত-গ্রহণ	: মিনু কাতরাক (বোম্বে)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ও, সি, গাঙ্গুলী, চিত্রাঞ্জলি, তপেন দাস, গোবিন্দলাল পাল

সহকারী

পরিচালনায়	: সুখময় সেন, অমিত সরকার, পার্থপ্রতীম চৌধুরী, নারায়ণ বিশ্বাস	ব্যবস্থাপনা	: যোগেশ, রাম, গোকুল।
		সাজসজ্জা	: বৈজুরাম।
চিত্রগ্রহণে	: জ্যোতি লাহা, কেষ্ট মণ্ডল	রূপসজ্জা	: নৃপেন চট্টোপাধ্যায়
শব্দগ্রহণে	: ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচু মণ্ডল	সম্পাদনা	: প্রশান্ত দে

সঙ্গীত : হিমাংশু বিশ্বাস ও বিশু মুখোপাধ্যায়

আলোক সম্পাত : সুধীর, অভিমন্যু, দুখী, সুদর্শন, অবনী।

নেপথ্য কণ্ঠে

লতা মুঙ্গেস্কর, হেমন্তকুমার, উৎপলা সেন, ভূপেন হাজারিকা

চরিত্র চিত্রণে

সুচিত্রা সেন — উত্তমকুমার

বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, চন্দ্রাবতী, জহর গাঙ্গুলী, শীলা পাল, মাঃ বাবী, ভানু বন্দ্যোঃ, তরুণ কুমার, সাধনা রায় চৌধুরী, ভেলো বসু, সুখময়, কান্তি ও দীপ্তি রায়

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

ও

বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসে পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক : জি, আর, পিকচার্স

পূর্ব্ব ভাষণ

কালিদাসের শকুন্তলার আশ্রম নয়। ভাড়াটে ফ্ল্যাট বাড়ী। আমাদের শকুন্তলা সেখানে অনেক পাওনাদারের নজর বাঁচিয়ে রঙ আর তুলির অভিসার আয়োজনেই ব্যস্ত থাকে রোজ।

আর আশ্রম করে দেবকমল। শকুন্তলার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে একই সঙ্গে মানুষ সে। পিতৃমাতৃহীন দেবকমলের দেবত্ব কম নয়। ছেলেবেলার ক্ষুধার যন্ত্রণা এখন আর নেই, আছে সুধার মন্ত্রণা। সুধার জগত তার স্বপ্নজগত তার স্বপ্ন, তার আদর্শ অনাথ আশ্রম'কে সার্থক করে তোলা। কিন্তু তার জন্যে চাই প্রচুর অর্থ।

অনর্থ কিছুই নয়, শুধু কোটিপতি ডাঃ হরনাথ সামন্তের একমাত্র ছেলে রাজনাথ আসতো শকুন্তলার কাছে। দেবকমলের নজর পড়ে রাজনাথের রাজত্বের ওপর। আর তাই বোধ হয় শকুন্তলা'কে বলে,—"রাজনাথকে তোর বিয়ে করতে হবে রে শুকু!"

কিন্তু শকুন্তলা দাদার কথা শুনতে চায় না। কারণ, রাজনাথকে সে চিনে নিয়েছে। তাই রাজের পাশে শুধু সাজ হয়ে দাঁড়াবার তার শখ নেই—সত্যিকারের প্রয়োজনে যে তাকে ডাকবে একমাত্র তাকেই সাড়া দিতে পারে সে। শকুন্তলা জানতো, রূপের মোহে ছুটে আসে রাজনাথ, রূপোর মোহে ছুটে যায় দেবুদা; সামন্ত পরিবারের সমস্ত ইতিহাস সংগ্রহ করতে।

যে ইতিহাস স্মৃতি হয়ে আছে

হরনাথ সামন্তের কাছে। আজ বিশবছর তার চোখে কেন ঘুম নেই; তার উত্তর একমাত্র জানতেন সুপ্রভা দেবী, রাজনাথের মাসিমা। দেবকমলকে দেখে হরনাথ সামন্তের স্মৃতির অতলান্তেও সমুদ্রের ঝড় উঠেছে যেন। যেমন ঝড় উঠেছে শকুন্তলার পশের ফ্ল্যাটের সবিতার মনে। ঘরে তার বৃদ্ধ শ্বশুর মৃত্যুশয্যাতেও যখন জানতে চেয়েছে তার ছেলের চিঠির কথা—তখন কি সবিতা কোন উত্তর দিতে পেরেছে? স্পষ্ট করে কি উচ্চারণ করতে পেরেছে যে তার স্বামীর নাম বহুদিন আগেই পৃথিবী থেকে মুছে গেছে।

কিন্তু মুছে যায়নি রাজনাথের মন থেকে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান। সত্যি সে তার সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিল শকুন্তলাকে—কিন্তু শকুন্তলা কি বুঝতে পারেনি তার কথা? চিনতে পারেনি তাকে?

চিনতে পেরেছে দেবকমল। চিনতে পেরেছে শুধু টাকা'কে। টাকার চিন্তায় সে আজ পাগলের মতো।

আর পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে রাজনাথ। বাবার উইল অনুসারে দেবকমলকে সম্পত্তির অর্দ্ধেক দিতে হবে সে জন্যে নয়, তার ভাবনা বাবার সুনাম রক্ষা করা। দেবকমল যেন এই সুযোগই খুঁজছিল। রাজনাথ এসে তাকে অর্দ্ধেক সম্পত্তি দিতে চাইলে সে দাবী করলো সম্পূর্ণ সম্পত্তি। তার মতে এ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী একমাত্র সে নিজেই কারণ মাসিমা বলে কেউ কোনও দিন ছিল না রাজনাথের, তিনি তার মা! আর বৈমাত্রেয় দাদা দেবকমল যখন আদালতের ভয় দেখাল রাজনাথকে—তখন রাজনাথ সমস্ত সম্পত্তি এক কথায় ছেড়ে দিয়ে চলে এল তার মায়ের কাছে। কারণ, আইন আদালত হলে বাবার সুনাম রক্ষা করা যে সম্ভব হবে না সে কথা ভালো করেই জানতো সে।

কিন্তু ভুল জানতো শকুন্তলা। ভুল করেছিল রাজনাথকে চিনে নিতে। বাইরের ঐশ্বর্য্যকে ত্যাগ করে আসা রাজনাথের অন্তরের ঐশ্বর্য্যকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলো শকুন্তলা। তাই ছুটে এল রাজনাথের কাছে; এতদিন পরে সত্যিকারের দুষ্মন্তের ডাকে সাড়া দিতে এল নাকি শকুন্তলা?

সাড়া দিল দেবকমল। সাড়া দিল তার সমস্ত মনুষ্যত্ব, বিবেক আর মহত্ব। রাজনাথ ফাঁকি দিলেও ফাঁকি দিতে পারলো না সুপ্রভার স্নেহপ্রবণ সুধামাখা আহ্বানকে মনে হ'ল তাঁর কথা বলেছিলেন "সব বোঝবার মত ক্ষমতা যদি হয় এসে মা বলে ডেকো কৈফিয়ৎ নিতে নয়।"

নতুনরূপে সে তার মা'কে যেন ফিরে পেল আবার! যেমন সমস্ত কিছু বর্জন করে শকুন্তলাকে অর্জন করলো রাজনাথ ॥॥

সঙ্গীত

(১)

যদি বীণা হতে তার ছিঁড়ে যায়
নিয়তির আঘাত সে পায়
থামবে না কণ্ঠের সুর
তটিনীর তরঙ্গে চঞ্চল বন্যায়
কুল যদি আসেই ক্ষয়ে
তবু তুমি কাছে থেকো আমারই হয়ে।

কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

সাগর সঙ্গমে সাঁতার কেটেছি কত—
কখনো তো হই নাই ক্লান্ত
তথাপি মনের মোর প্রশান্ত সাগরের
উর্ম্মিমালা অশান্ত
মোর মনের প্রশান্ত সাগরের বক্ষে
জোয়ারের নাই আজ অন্ত—
অজস্র লহরী নব নব গতিতে—
এনে দেয় আশা অফুরন্ত
সাগর সঙ্গমে
তাই তো মনে মোর প্রশান্ত সাগরের
উর্ম্মিমালা অশান্ত
মোর প্রশান্ত পারের কত মহাজীবনের
শান্তি আজি আক্রান্ত
নব নব সৃষ্টিতে দৈত্য দানবে করে
নিষ্ঠুর আঘাত অবিশ্রান্ত
তাইতো মনের মোর প্রশান্ত সাগরের
উর্ম্মিমালা অশান্ত
সাগর সঙ্গমে
সাঁতার কেটেছি কত কখনোতো হই নাই ক্লান্ত।

কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩)

আবার নতুন সকাল হবে দুঃখ কারও থাকবে না
গভীর রাতের শেয়ালগুলো
আর ত তখন ডাকবে না
আবার, নতুন সকাল হবে দুঃখ আমার থাকবে না
গভীর রাতের শেয়ালগুলো
আর ত তখন ডাকবে না
বর্গীরা আর হাঁকবে না
ঝিঁ ঝিঁ পোকাও ডাকবে না
দুঃখ কারও থাকবে না
সে আলোয় ভরা নতুন ধরায়
ডাইনীবুড়ী আসবে না
(সেথায়) কে বলে গো মানুষেরে মানুষ
ভালবাসবে না
কে বলেরে মানুষেরে মানুষ ভালবাসবে না—

কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

(৪)

ফেলে আসা পথ পানে কে ডাকে আমায়
খেলা ভাঙ্গা খেলাঘরে একা একা
আমি কেন কাঁদি—
কে কাঁদায় ?
ছায়াঝরা সাঁঝে এ কি ব্যথা বাজে
ভাবি দিনগুলি মোর কোথা হারায়
ফেলে আসা পথ পানে কে ডাকে আমায়
কিছুতো নেই কিছুতো নেই কেউ তো নেই—
ছিল যা ফুল হয়ে গেল কেন তা ভুল
এ জীবনে বেলা যেন ফুরাতে চায় অবেলায়

কথা : শ্যামল গুপ্ত

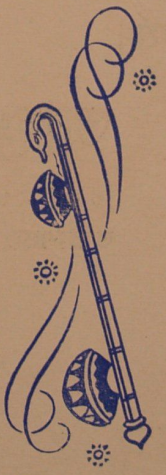

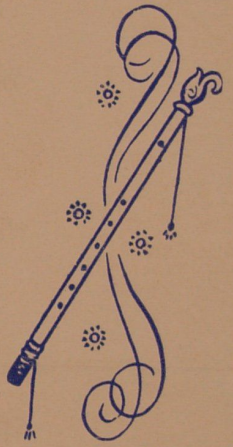

(৫)

সত্যম শিবম সুন্দরম হে তুমি
প্রাণে প্রাণে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালো
বিষের ভাণ্ড যে হাতে
সেই হাতে তোমার প্রভু অমৃত ঢালো
প্রভু তোমারই এ নিখিলে
আমারে আমার বলে
কেন হয় মন পাপে কালো
প্রভু মেটাও এ জীবন তৃষা
তুমি পথ তুমিই যে দিশা
সম্মুখে আঁধার নিশা
করুণায় করহে আলো
প্রাণে প্রাণে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালো ॥

কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

বাদল পিকচার্সের

পঞ্চম নিবেদন

পরিচালনা : **অসিত সেন**

রূপায়ণে :

শ্রেষ্ঠ শিল্পী গোষ্ঠী

পরবর্তী আকর্ষণ

কানামাছি ★ আগুন

কাহিনী :
শরদিন্দু বন্দ্যোঃ

কাহিনী :
তারাশঙ্কর বন্দ্যোঃ

★

কৃষ্ণার্জ্জুন

বাদল পিকচার্সের পক্ষ হইতে প্রচার সচিব ধীরেন মল্লিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং
জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।